ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG ... 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

10

সংসদীয় কমিটিতে শিক্ষামন্ত্রী

অভিযোগ তদন্তে শিগগিরই মাদ্রাসাগুলোতে টিম পাঠানো হবে

কাগজ প্রতিবেদক : সংসদীয় কমিটির বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেছেন, আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে সরকার সরাসরি কর্তৃত্ব করতে পারছে না। জাতীয় বিশ্ববিদালয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে বিরোধীদলীয় সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে তিনি একথা জানান। তিনি বলেন, সরকারকে আইন মেনে চলতে হয়।

কমিটির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে গতকাল মঙ্গলবার সংসদ ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গতকালের মূল এজেন্ডা ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক থেকে ১১তম বৈঠক পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন গতকালের বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। এরপর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়, নীতিমালা অনুযায়ী শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। এ সময় বিএনপির মসিউর রহমান বলেন, শুধু সংশ্লিষ্ট এলাকার টিএনওদের রিপোর্টের

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সংসদীয় কমিটিতে শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতেই সরকার এসব মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে পুনঃতদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ জন্য মন্ত্রণালয় থেকে একাধিক তদন্ত দল শিগগিরই সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলোতে পাঠানো হবে।

এরপর হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ বলেন, মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের যেসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার যোগসাজশে বন্ধ হয়ে যাওয়া ভুয়া মাদ্রাসাগুলো অনুমোদন পেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আরো বহু ভুয়া মাদ্রাসার জন্ম হবে। এ সময় মসিউর রহমান বলেন, অনিয়মের অভিযোগে বহু মাদ্রাসা বন্ধ করা হলেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে চলা অসংখ্য কলেজের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ঝিনাইদহে শৈলকুপার ডি এম কলেজের উল্লেখ করে বলেন, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে যশোর বোর্ড ওই কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। কিন্তু সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো কলেজটিকে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছে।

বৈঠকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ভুল তথ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে।

মসিউর রহমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা তুলে ধরে বলেন, পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এরপর শিক্ষামন্ত্রী এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করেই আইনি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেন।